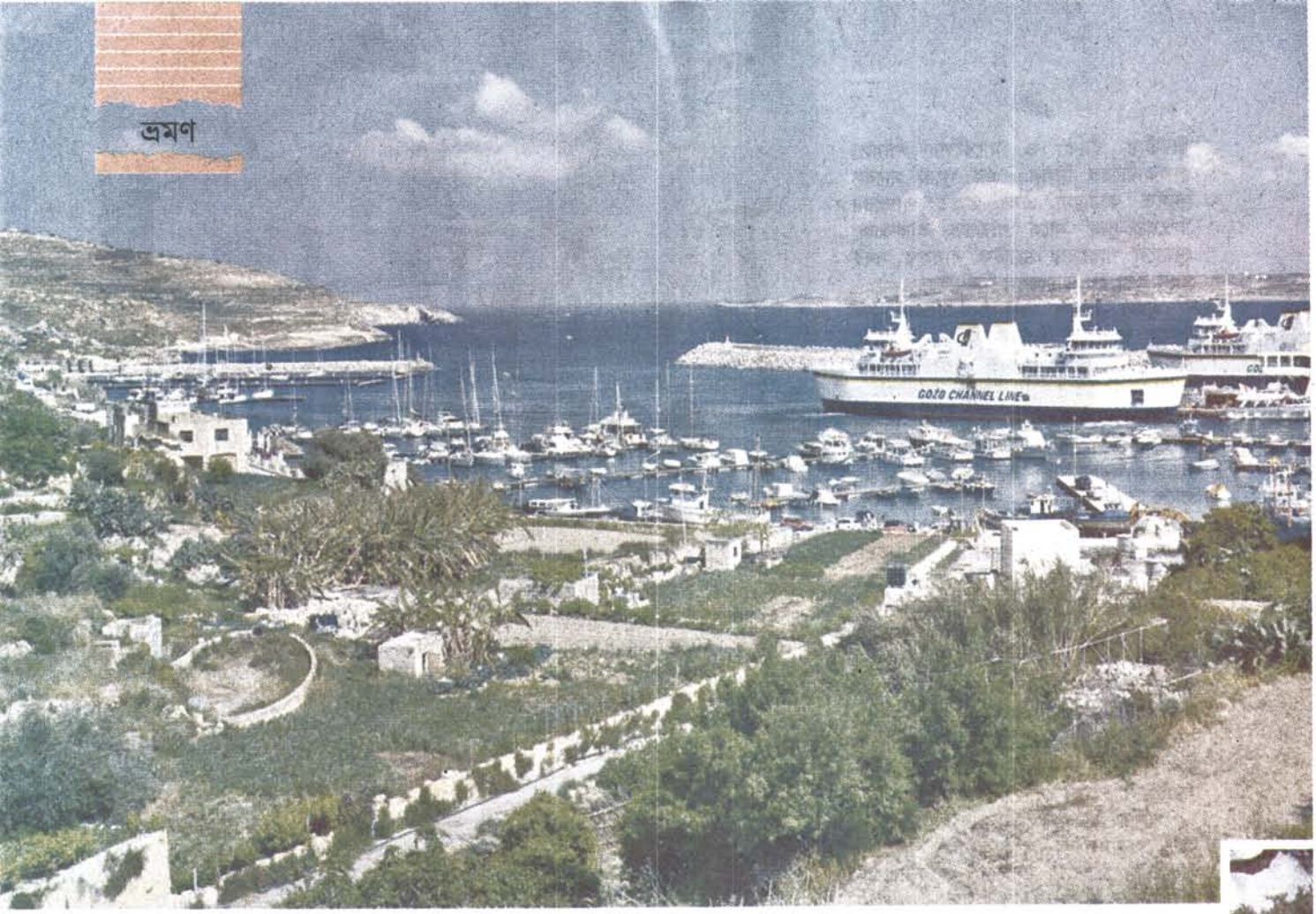

মাল্টায় কয়েকদিন

● গাজী মিজানুর রহমান

একটি একেবারেই ছোট দেশ মাল্টা। মাত্র ৩১৬ বর্গকিলোমিটার এর আয়তন। ইতালির সিসিলি দ্বীপ থেকে ৮০ কিমি দক্ষিণে এবং লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে ৩৩০ কিমি উত্তরে ভূমধ্যসাগরের ভেতরে তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এ দেশ। কিন্তু চারদিকের সমুদ্রবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ৭ হাজার বছরের পুরনো মানব সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর মানচিত্রে এ দেশটিকে অনন্য করে তুলেছে।

মাল্টায় গিয়েছিলাম কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট এবং মাল্টার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে। কর্মসূচিটি ছিল বিভিন্ন দেশের আইসিটি বিষয়ক আইন-কানুন নিয়ে আলোচনা। মাল্টার সেন্ট জুলিয়ানস এলাকায় অবস্থিত স্পিনোলা বে-র পারে অবস্থিত হোটেল ক্যাভেলিয়ারিতে পাঁচ দিনের জন্য আয়োজিত হয়েছিল এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। হোটেলটি একদম সমুদ্রের পারে। হোটেলের সাত তলায় অবস্থিত কনফারেন্স রুমের পাশে উন্মুক্ত ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সমুদ্রের পাড় বরাবর উত্তরে দেখা যায় হোটেল হিলটন, হোটেল ওয়েস্টিন এবং মাল্টার সবচেয়ে উঁচু ভবন পোর্টোমাসো টাওয়ার। পূর্বে কংক্রিটের বাঁধ। বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছে ভূমধ্যসাগরের সারি সারি ঢেউ। অন্যদিকে স্পিনোলা বে-র ওধারে সমুদ্র বরাবর ওয়াকওয়ের পাশে চেয়ার-টেবিল আর রঙিন ছাতায় সজ্জিত রেস্তোরাঁর মনোরম উন্মুক্ত চত্বর।

মানুষের আদি জন্মস্থান আফ্রিকা মহাদেশ। এখান থেকেই মানবজাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বলে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত। মধ্যপ্রাচ্য পাড়ি দিয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড় ধরে যারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের একটি দল সিসিলি হয়ে মাল্টায় আসে। তাদের কাছে এটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইউরোপের মূল ভূখ-ের তুলনায় শীতের প্রকোপ এখানে কম। শীতকালে এখানে ৭ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে জলবায়ু ওঠানামা করে। আর গরমের সময় ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকায় গরমও সহনীয় পর্যায়ে থাকে। খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হাইপোজিয়াম (মাটির নিচের ঘরবাড়ি) থেকে পাওয়া দ্রব্যাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এসব সামগ্রী তৈরি হয়েছিল। মাল্টার গজো দ্বীপে যে পাথরখ- খাড়া করে মন্দির বানানো হয়েছে তা মানবজাতির তৈরি একা-একা দ-ায়মান প্রাচীনতম স্থাপনার মধ্যে অন্যতম।

মাল্টায় ৪ লাখ ৫০ হাজার লোকের বাস হলেও সারা বছর এর তিনগুণ অর্থাৎ ১২ লাখ পর্যটক আসে এখানে। এদেশের আয়ের একটি বড় উৎস পর্যটন খাত। পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মধ্যযুগীয় দালানকোঠা, দুর্গ, পোতাশ্রয় ও বে। সমুদ্র যেসব স্থানে শরীর বাঁকিয়ে স্থলের ভেতর ঢুকে গেছে, সেখানটায় এরা নানা ধরনের দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে, বাঁধ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বৈচিত্র্যময় খাবার দোকান এবং সমুদ্র ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে নানারকম নৌযান। এখানে যারা অবস্থাপন্ন, তাদের দুটি যানবাহন। গাড়ির পাশাপাশি আছে ছোট নৌযান। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে এরা সমুদ্রবিহারে বের হয়। পর্যটকদের জন্য রয়েছে ভাড়া করা নৌযানে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। সাগরের বে এবং ক্রিকগুলোতে অথবা ভূমধ্যসাগরের

মধ্যে দ্বীপের কাছাকাছি এলাকায় এসব জাহাজ চলাচল করে। জাহাজে বসে এক বে থেকে আরেক বে-তে গিয়ে সমুদ্র-তীরবর্তী স্থাপনাগুলোকে ভালোভাবে দেখা যায়। ওয়ার্কশপের শেষদিন দুপুর ২টার পর একটা সুযোগ করে নিয়ে স্লিয়েমার ফেরিঘাট থেকে নৌভ্রমণে বের হয়েছিলাম। স্লিয়েমা থেকে ভ্যালেটার গ্র্যান্ড হারবার পর্যন্ত নৌপথে যাওয়া-আসা মিলে দুই ঘণ্টার নৌভ্রমণ ছিল এটি। নৌযানটি ছোট ছোট কয়েকটি বে ঘুরে ঢুকে যায় গ্র্যান্ড হারবারে। জাহাজ থেকে গ্র্যান্ড হারবার বে-র পাড়ে অবস্থিত মাল্টার পাঁচশ বছরের পুরনো দুটি দুর্গ এবং রাজধানী ভ্যালেটার ঘরবাড়ি এবং সেইসঙ্গে গ্র্যান্ড হারবারে দাঁড়ানো সমুদ্রগামী জাহাজ আর সড়ক মেখলার ওপর দিয়ে চলমান বাস-কারগুলোকে ভালোভাবে দেখা যায়। দেখে মনে হয় ওরা যেন এক স্বপ্নজগতের বাসিন্দা। মনে হয় গ্রিক পুরাণের ওডিসিউসের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী হয়ে যেন মাল্টার বন্দরে ঘুরছি। লোককথা রয়েছে : ওডিসিউস তার অভিযানের একপর্যায়ে মাল্টার কাছাকাছি এক স্থানে জলকন্যা ক্যালিপসোর মায়াজালে পড়েন এবং তাকে সাত বছর বন্দি থাকতে হয় মাল্টা দ্বীপে। সমুদ্রের ভেতর থেকে জাহাজে করে এসে অর্ধবৃত্তের স্থলবেষ্টিত কোনো ক্রিকে ঢুকলে চারদিকের নীল জলরাশির মনোমুগ্ধকর নাচানাচি দেখে যে কেউ কল্পনায় ভেসে যেতে পারে। হয়তো তখন সে মানসচক্ষে ওডিসিউসের শ্মশ্রুমণ্ডিত সুঠাম দেহের সঙ্গে

এমদিনার প্রধান ফটক

সুন্দরী জলকন্যা ক্যালিপসোর আলিঙ্গন-দৃশ্যও দেখে ফেলতে পারে। আর যদি পেনিলোপির মতো কোনো বিশ্বস্ত স্ত্রী তার জন্য নিজ দেশে অপেক্ষা না করে তাহলে মাল্টার সাগর আর দ্বীপের মৈথুনে গড়ে ওঠা মিথের সঙ্গী হয়ে সে হারিয়ে যেতেও পারে।

সমুদ্রের মাঝখানের দ্বীপ হওয়ায় নৌ-বাণিজ্য, নৌযুদ্ধ এবং সামুদ্রিক সম্পদ হস্তগত করার কৌশলগত অবস্থান বিবেচনা করে অতীতে বৃহৎ শক্তিগুলো মাল্টার ওপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে। গ্রিক, রোমান, ফিনিশীয়, আরব, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন–সব পরাশক্তি মাল্টাকে কব্জা করেছে। ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে মাল্টা। মাল্টা এসব ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্কৃতি কিছু কিছু গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছে। ব্রিটেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে মাল্টার সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কারণে সর্বদাই সুদৃঢ়। আবার মাল্টিজদের মাতৃভাষা উৎপত্তি হয়েছে সেমেটিক থেকে। তাই এশিয়ার সঙ্গে এর নাড়ির বন্ধন রয়েছে। এভাবে. ভূমধ্যসাগরের চারদিকের সভ্যতাকে আত্মস্থ করে মাল্টা টিকে রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। যাওয়ার সময় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সোজা মাল্টার পথে আর আসার সময় মাল্টা থেকে ত্রিপোলি পর্যন্ত এক ঘণ্টার পথে ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উড়েছে এমিরেটস এয়ারওয়েজের বিমান। শোনা যায়, বরফযুগে ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে কোনো জলাধার ছিল না। উষ্ণতার ছোঁয়ায় ক্রমে ক্রমে বরফ গলেছে আর দুই মহাদেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে এই পানির আধার। মিসরের সীমানা ছেড়ে সমুদ্রের ওপরে ঢোকার সময় ভূমধ্যসাগরকে ওপর থেকে দেখে মনে হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের গলায় ঝোলানো লকেটের মধ্যে বসানো একটি মহামূল্য নীল রঙের মণিমুক্তা যেন সে।

কোর্স কর্তৃপক্ষ আমাদের একদিন এমদিনা এবং ভ্যালেটা ঘুরিয়ে দেখায়। এখনকার রাজধানী ভ্যালেটার আগে মাল্টার রাজধানী ছিল এমদিনা। চার হাজার বছরের মানব বসতির প্রমাণ রয়েছে এখানে। খ্রিস্টপূর্ব সাতশ অব্দে ফিনিশীয়রা একটি দুর্গের আদলে এমদিনাকে গড়ে তোলে। চারদিকে সুউচ্চ দেয়াল, বৃহৎ প্রবেশদ্বার এবং সরু রাস্তাগুলো ভবনের সঙ্গে মেশা। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে এই ভবনগুলো নির্মিত। সেন্ট পলের নামে রয়েছে একটি ক্যাথিড্রাল। যিশুখ্রিস্টের এই সহযোগী ৬০ খ্রিস্টাব্দে জাহাজডুবির শিকার হয়ে এমদিনায় বসবাস করেছেন অনেকদিন।

তার স্মরণে নির্মিত হয়েছে এই ক্যাথিড্রাল। এমদিনাকে রোমান আমলে বলা হতো মেলিটা। মুসলিম শাসনের সময় এর নাম হয় মেদিনা। পরবর্তীকালে মেদিনাকে পাশ্চাত্যের রঙ লাগিয়ে করা হয়েছে এমদিনা। এমদিনার বিশাল গেট দিয়ে ঢুকে সরু রাস্তা ধরে আমরা ঘুরে এর ঘরবাড়ি দেখলাম। গাইড ভদ্রমহিলা জানালেন, প্রাচীন আমলের ঘরবাড়ি, উঁচু দেয়াল আর সারি সারি দালানের মাঝে সরু রাস্তা ঐতিহাসিক ছবির জন্য মানানসই হওয়ায় এখানে কয়েকবার সিনেমার শুটিং হয়েছে। তবে শুটিং স্পট হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ফোর্ট রিকাসোলি যা ভ্যালেটার কাছে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে গ্র্যান্ড হারবারে ঢুকতে প্রথম চোখে পড়ে এই দুর্গ। বিখ্যাত ছবি ট্রয়, হেলেন অব ট্রয়, গ্লাডিয়েটর, জুলিয়াস সিজার– এসব ছবি তৈরি হয়েছে এই দুর্গে। যেদিন হারবার ক্রুজে গিয়েছিলাম, সেদিন কাছ থেকে এই দুর্গ দেখার সুযোগ হয়।

ভ্যালেটায় আমাদের যে ট্যুর ছিল তা হচ্ছে পায়ে হেঁটে রাজধানী দেখা। কথাটা শুনতে হাস্যকর হলেও বাস্তবে এটা সম্ভব। মাত্র এক বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভ্যালেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাজধানী।

আপার বারাকা গার্ডেন হচ্ছে ভ্যালেটার সবচেয়ে উঁচু স্থান। এখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলে গ্র্যান্ড হারবারের ভেতর নোঙর করে থাকা জাহাজ আর তাদের চারধারে প্রাচীন জমকালো দালানকোঠা দৃষ্টিকে অভিভূত করে। ১৫৬৫ সালে তুরস্ক এই শহরটি দখল করার জন্য অবরোধ করে; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মাল্টার পক্ষে যে সেনাপতি নেতৃত্ব দেন, তার নামানুসারে এই শহরের নাম হয় ভ্যালেটা। ব্রিটিশ লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কট এই অবরোধ কাহিনী নিয়ে তার উপন্যাস 'দ্য সিজ অব মাল্টা' লেখা শুরু করেন ১৮৩১ সালে। পরের বছর তার মৃত্যু হলে উপন্যাস আর শেষ হয়নি। ২০০৮ সালে অসমাপ্ত কাহিনী শেষ হয় কয়েকজন জীবনী-লেখকের হাত ঘুরে সম্পাদিত আকারে। ভ্যালেটার আপার বারাকা গার্ডেন থেকে হেঁটে সেন্ট জনের কো-ক্যাথিড্রাল হয়ে কোর্ট ভবনের সামনে দিয়ে আমরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তর আর দোকানপাট ঘুরে দেখি। মাঝখানের উঁচু রাস্তা থেকে দুদিকে ঢালু হয়ে অন্য রাস্তাগুলো নেমে গেছে সমুদ্রের কাছাকাছি সমতলে। ভ্যালেটা একটি নয়নাভিরাম পরিকল্পিত ছোট্ট শহর। একে দেখতে দেখতে মনে হয়, স্যার ওয়াল্টার স্কট ঠিকই লিখেছেন– 'That splendid town, quite like a dream'। ■